তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৫/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব আবু ইউনুছ মাসুদ আহম্মদ (রানা)
পিতা:-মৃত. আবু ইছা সাব্বির আহম্মদ
ঠিকানা-দৈনিক সরেজমিন বার্তা
৭৫, সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড
মালিবাগ, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নূর কামরুন নাহার
ম্যানেজার (পি.আর)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডিপিডিসি)
আব্দুল গনি রোড, ঢাকা ।

রায়

তারিখ ঃ ২৯-০৫-২০১৬ ইং

অভিযোগকারীর ১৪-০২-২০১৬ তারিখের অভিযোগের ভিত্তিতে তথ্য কমিশনের ২৯-০২-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণপূর্বক ২৯-০৩-২০১৬ তারিখ ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ হাজির। অধিকতর শুনানীর প্রয়োজনীয়তা থাকায় ২০-০৪-২০১৬ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়। নির্ধারিত তারিখে উভয় পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন ও কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদান করেন। তৎপর অদ্য ২৯.০৫.২০১৬ তারিখ রায়ের দিন ধার্য করা হয় ।

অভিযোগকারী জনাব আবু ইউনুছ মাসুদ আহম্মদ (রানা) এর অভিযোগ বিবরণী ও বক্তব্য।

অভিযোগকারী ২৯-১১-২০১৫ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব নূর কামরুন নাহার, ম্যানেজার (পি.আর) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরন কর্তৃপক্ষ (ডিপিডিসি), আব্দুল গনি রোড, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন, যা গত ০১-১২-২০১৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট অফিসে দাখিল করা হয় ;

> "৩৭/২-এ আজিমপুর রোড (কবরস্থান গেটের বিপরীতে), লালবাগ, ঢাকা (যার মূল দলিল নং-২৬১০-৩২-৩০/১৯৬০, আর এস খতিয়ান নং-৬৮৫, দাগ নং-৭০১৪ ও ৭০১৫ এবং এস এ দাগ নং-৩৮৭৭, মৌজা-হাজারীবাগ, থানা-লালবাগ) এর বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের সময় ভবনটির গ্রাহক সুফিয়া সুলতানার কাছ থেকে যে সমস্ত কাগজপত্র/ ডকুমেন্ট বিদ্যুৎ বিতরন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে তার সত্যায়িত কপি ।"

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০১-২০১৬ তারিখে জনাব নীহার রঞ্জন সরকার, ডিজিএম (পি.আর) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ লিঃ (ডিপিডিসি), আব্দুল গনি রোড, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পর জনাব নাসিমা ইয়াসমীন, ম্যানেজার (এইচ আর), পাবলিক রিলেশনস, ডিপিডিসি ২১-০১-২০১৬ তারিখে ডিপিডিসি/পিআর/তথ্য প্রাপ্তি/২০১৫/৫৯৫ স্মারকে পত্র মারফৎ অভিযোগকারীকে জানান যে,তথ্য আবেদনকারীর ২৯-১১-২০১৫ তারিখের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন মোতাবেক চাহিত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় পড়ে না। পত্রে বিধি মোতাবেক উক্ত আইনের আওতাধীন বিষয়ে তথ্য চাওয়ার জন্য অভিযোগকারীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত পত্রের জবাবে সন্তুষ্ট হতে না পারায় অভিযোগকারী ১৪-০২-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি তার অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, ৩৭/২-এ আজিমপুর রোড, লালবাগ, ঢাকা হোল্ডিংটিতে অবৈধভাবে রাজউকের অনুমোদন ছাড়াই ভবন নির্মাণ করায় রাজউক কর্তৃপক্ষ এর স্মারক নং রাজউক/উ:নি:অ:অ:-৫/অভি-৪৫/১৫/২১১ তারিখ ০৯.০৩.২০১৫ যোগে অবৈধ ভবনটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদান করে এবং ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষকে উক্ত পত্রের কপি প্রেরণ করে ইমারতটিতে কোনরূপ সেবা (Utility service)

প্রদান না করার জন্য অনুরোধ করা হয় । অন্যদিকে দীর্ঘ কয়েক বছর রাষ্ট্রীয় সম্পদ তিতাস গ্যাস অবৈধভাবে ব্যবহারের অভিযোগে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ হোল্ডিংটিতে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় জিডি এন্ট্রি করেছে। কিন্তু ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদান না করায় ঐ ভবনে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার বিষয়ক জটিলতা নিরসনকল্পে জনস্বার্থে প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্তি জরুরী মর্মে আবেদনকারী উল্লেখ করেন । এটি ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি বিষয় ।

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডিপিডিসি) এর ম্যানেজার (পি.আর) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) মিজ নূর কামরুন নাহার এর বক্তব্য

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপস্থিত হয়ে শপথ গ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য যেমন সংযোগ আবেদনকারীর আবেদনপত্র, ছবি, রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত নকসা, জমির দলিল, নামজারীপত্র, ইত্যাদি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্যের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না এবং এগুলো তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত তথ্য বিধায় যাচিত তথ্য প্রদান করা যাচ্ছে না। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনের নির্দেশক্রমে তিনি অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করতে পারবেন।

বিচার্য বিষয়সমূহ

১. অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্যের সংজ্ঞায় পড়ে কিনা;
২. তথ্য চাওয়ার যৌক্তিকতা তথ্য অধিকার আইন জারীর মূল উদ্দেশ্য কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জড়িত ব্যক্তিবর্গের জবাবদিহিতার সাথে সংশ্লিষ্ট কিনা; এবং
৩. তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহযোগ্য কিনা ।

প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও রায়ের যৌক্তিকতা

উল্লিখিত বিচার্য্য বিষয়গুলো নিম্নে ক্রমানুসারে পর্যালোচনা করা হলোঃ

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় ১ নং বিচার্য বিষয়ে দেখা যায় যে, এই অভিযোগটি ৩৭/২-এ আজিমপুর রোড, লালবাগ, ঢাকা হোল্ডিংটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের সময় গ্রাহকের কাছ থেকে যে সমস্ত কাগজপত্র/ ডকুমেন্ট বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে তার সত্যায়িত কপি প্রাপ্তি সংক্রান্ত । ডিপিডিসি এর সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর স্বাক্ষরিত আবেদনের সাথে সংযোগ গ্রহণকারীর ছবি, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নামজারীসহ হোল্ডিং নম্বরের প্রমাণাদির কপি, সংযোগ আবেদনকারীর মালিকানা সংক্রান্ত দলিলাদি (পড়চা/খাজনার রসিদ), রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত বাড়ীর নকসা ইত্যাদি সংযুক্ত করতে হয় । দাখিলকৃত এই সকল কাগজপত্র তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্যের সংজ্ঞায় পড়ে না মর্মে এই অভিযোগকারী কর্তৃক আপীল দায়ের করার পর জনাব নাছিমা ইয়াসমিন, ম্যানেজার (এইচ আর), পাবলিক রিলেশনস, ডিপিডিসি, ২১.০১.২০১৬ তারিখের স্মারক নং ডিপিডিসি/পিআর/তথ্যপ্রাপ্তি/২০১৫/৫৯৫ মাধ্যমে জানিয়েছেন। ডিপিডিসি এর সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদনের সাথেই যেহেতু এই সকল কাগজপত্র দাখিল করতে হয় এবং এগুলো সার্ভে করার পর যথাযথ প্রমাণিত হলে সংযোগ দেওয়া হয়, সেহেতু এই সকল দলিলাদি পাবলিক ডকুমেন্টের অংশ । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২ ধারার (চ) উপধারায় প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী এই সকল কাগজপত্র /ডকুমেন্ট তথ্যের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত কারণ এগুলোর সবগুলোই দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত দলিলপত্র ।

২ নং বিচার্য বিষয়ে তথ্য অধিকার আইনের প্রস্তাবনায় দেখা যায় যে, জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দ্যেশে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণীত হয়েছে । এই অভিযোগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট গ্রাহক কর্তৃক যে সকল কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে সেই সকল কাগজপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি চাওয়া হয়েছে । যৌক্তিকতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাখিলকৃত কাগজপত্রের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভবনের নকসা, জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র রয়েছে যার সত্যতা নিরুপণ এই তথ্য চাওয়ার উদ্দেশ্য । কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজউকের অনুমোদন ছাড়াই উক্ত হোল্ডিংটিতে ভবন নির্মাণ করায় রাজউক কর্তৃপক্ষ স্মারক নং- রাজউক/উ:নি:অ:অ:-৫/অভি-৪৫/১৫/২১১ তারিখ ০৯-০৩-২০১৫ মাধ্যমে জনাব সুফিয়া সুলতানাকে ভবনটি অপসারণ করার চূড়ান্ত নোটিশ দিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডিপিডিসি) কে অনুলিপি দিয়ে উক্ত ভবনটিতে কোনরূপ সেবা (Utility service) প্রদান না করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এতদসত্ত্বেও উক্ত ভবনটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, ভবনটিতে বিদ্যুৎ

সংযোগ দেওয়ার জন্য যে সকল কাগজপত্র আবেদনের সাথে জমা দেওয়া হয়েছে সেগুলো ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে পরীক্ষা করে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ, অর্থ্যাৎ বিষয়টি (বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান) ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে সংশ্লিষ্ট যা এই অভিযোগের ক্ষেত্রে ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহারকে নির্দেশ করছে ।

৩ নং বিচার্য বিষয়ে ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অভিযোগকারী কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারার (জ) উপধারার সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় সরবরাহযোগ্য নয় যা স্মারক নং ডিপিডিসি/পিআর/তথ্যপ্রাপ্তি/২০১৫/৫৯৫ তারিখ ২১.০১.২০১৬ মাধ্যমে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (জ) উপধারায় " কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা (Privacy of personal life) ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য" প্রকাশ কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক নয় মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই অভিযোগে চাহিত তথ্যাদির মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ আবেদনকারীর ছবি ও তার আবেদন তার ব্যক্তিগত তথ্য, কিন্তু কোন গোপনীয় তথ্য নয় এবং রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত নকসা , সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নামজারীসহ হোল্ডিং নম্বরের প্রমাণাদির কপি, সংযোগ আবেদনকারীর মালিকানা সংক্রান্ত দলিলাদি (পড়চা/খাজনার রসিদ) ইত্যাদি বিভিন্ন দপ্তরের দাপ্তরিক নথির অংশ বিশেষ বিধায় কোন গোপনীয় দলিল নয় এবং আবেদনকারী এগুলোকে তার আবেদনের সাথে জমা করায় এগুলো সবই এই দপ্তরের দলিলাদির অংশ অর্থাৎ পাবলিক ডকুমেন্টের অংশ। এগুলো কোনটিই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (জ) উপধারা অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্নকারী কোন তথ্য না হওয়ায় প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহযোগ্য তথ্য হিসেবে গণ্য ।

অন্য আরেকটি বিষয় এক্ষেত্রে শুনানীর সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখিতভাবে জবাবে উল্লেখ না করলেও মৌখিকভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই সকল চাহিত তথ্য ব্যক্তিগত তথ্য বিধায় তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জারীকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধি ৫(ঘ) ও ৫(ঙ) অনুযায়ী সরবরাহযোগ্য নয় । এ প্রসঙ্গেঁ উল্লেখ্য, উক্ত প্রবিধি ৫ তে প্রথমেই বলা হয়েছে যে, " ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে অনুসরনীয় পদ্ধতি - কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা অথবা জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া তাহার ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে,যথা:....। " এক্ষেত্রে এই বিষয়ে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে যে, এই অভিযোগে চাহিত তথ্যাদি কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্নকারী কোন তথ্য নয়, বরং এগুলো সবই পাবলিক ডকুমেন্টের অংশ । কাজেই প্রবিধি ৫(ঘ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে তথ্য প্রকাশ অথবা ৫(ঙ) অনুযায়ী তথ্য অপব্যবহারের সম্ভাবনার বিষয়টি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না । তদুপরি তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৩ ধারা অনুযায়ী এই আইনের অবস্থান এর আওতায় জারীকৃত বিধিমালা বা প্রবিধানমালার উর্ধ্বে । কাজেই তথ্য অধিকার আইনে চাহিত তথ্যাদি প্রদানে কোন বিধি-নিষেধ না থাকায়, তথ্য অধিকার আইনের ৭ (জ) ধারা এবং তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালার ৫(ঘ) বা ৫(ঙ) প্রবিধি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়ায় চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করা ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক ।

একজন কমিশনার এক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করায় তার বক্তব্য পৃথকভাবে সংযুক্ত করা হলো। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ১৮ ধারা অনুযায়ী প্রধান তথ্য কমিশনার এর সাথে একজন তথ্য কমিশনার একমত পোষণ করলে তিন জন সদস্যের মধ্যে অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্তই তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হবে । কাজেই আদেশ হয় যে,

আদেশ

যেহেতু, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২ (চ) উপধারা অনুযায়ী তথ্যের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত;

যেহেতু, প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করা হলে ডিপিডিসি এর কার্যক্রমে বিশেষত বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে ও দুর্নীতি করার সুযোগ কমে আসবে; এবং

যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে ৩ নং বিচার্য বিষয়ে উল্লিখিত পর্যালোচনা অনুযায়ী অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সরবরাহযোগ্য;

সেহেতু, অভিযোগকারীর প্রার্থীত সকল তথ্য সরবরাহের আদেশসহ নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত পূর্ণাঙ্গঁ তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব নূর কামরুন নাহার, ম্যানেজার (পি.আর) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডিপিডিসি), আব্দুল গনি রোড, ঢাকা কে নির্দেশনা দেয়া হলো ।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত

(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত

(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)
প্রধান তথ্য কমিশনার

কেস নং ৪৫/২০১৬
তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. খুরশীদা সাঈদ এর ভিন্নমত ও রায় ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মোতাবেক উপরে বর্ণিত তথ্যের জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারিক রায় প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহ্যে নেয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার স্বার্থে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে একদিকে যেমন নাগরিক চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান তথ্য দিতে বাধ্য, অপরদিকে তেমনি কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত ও বিধিসম্মত কার্যক্রমের শৃঙ্খলা যাতে আইনের কোনরূপ অপব্যবহার অথবা, বিভ্রান্তিকর/শূন্যগর্ভ/অপ্রযোজ্য (confusing/inappropriate/not suitable) চাহিদা দ্বারা বিপর্যস্ত, ভাবমুর্ত্তি ক্ষুন্ন এবং ভঙ্গুর না হয়ে পড়ে (বহুদিনের সময়, মেধা, বিপুল অর্থ ও শ্রম সাধ্যে রাষ্ট্রের এক-একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ সম্ভব হয়) সেদিকে সতর্ক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয় বিধায় এক্ষণে এই মর্মে রায় প্রদান করা যাচ্ছে যে,

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মোতাবেক গ্রাহকের নিকট থেকে ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডিপিডিসি) কর্তৃক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত পাসপোর্ট আকার ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র, জমির দলিল, বাড়ির নকশাসহ খাজনা পরিশোধের রশিদের জন্য আবেদনসূত্রে,

যেহেতু, পাসপোর্ট আকারের ছবি একদিকে যেমন গ্রাহকের অতি ব্যক্তিগত জীবনকেন্দ্রিক বিষয়, অপরদিকে তেমনি বাংলাদেশে ছবি নিয়ে অসাধু কার্যকলাপের ('গলাকাটা' পাসপোর্ট ইত্যাদি) বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং তা কোন তৃতীয়পক্ষের নিকট হস্তান্তর করা বিপদজনক (আরটিআই, ধারা ৭ (জ) ও (ঝ));

যেহেতু, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর গ্রাহকের একান্ত ব্যক্তিগত নিজস্ব সম্পদ (আরটিআই, ধারা ৭ (ঝ));

যেহেতু, জমির দলিল গ্রাহকের নিজস্ব সম্পদ হলেও তা গোপনীয় কোন বিষয় নয়, তবে তা যে কোন তৃতীয়পক্ষ সরাসরি ভূমি বিষয়ক সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে প্রচলিত নিয়ম-রীতি, বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও সরকারি ফি জমা দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন (আরটিআই, ধারা ৩ (ক);

যেহেতু, বাড়ির নকশা (বিশেষ কোন যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে) মহল্লার অপরাপর প্রতিবেশীর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত হওয়ায় গোপনীয় বিষয় নয়, কিন্তু গ্রাহকের ব্যক্তিগত সম্পদ এবং যে উদ্দেশ্যে তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অপর কারো নিকট গ্রাহকের অজ্ঞাতসারে হস্তান্তর করা সমীচীন নয় (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা ৫ (ঘ)) এবং কোনরূপ অপব্যবহারের সম্ভাবনা রোধ করতে কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষিত ব্যক্তিগত তথ্যে তৃতীয়পক্ষের চাহিদা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের জন্য সতর্কতা আবশ্যক (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা ৫ (ঙ);

যেহেতু, জমি/বাড়ির খাজনা পরিশোধের রশিদ কোন গোপনীয় বিষয় নয়,

সেহেতু,

- গ্রাহকের ছবি দেয়া যাবে না,
- জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর আড়াল করে বাকী অংশের ফটোকপি, গ্রাহকের জ্ঞাতসারে ও অনুমোদন সাপেক্ষে দিতে হবে,
- জমির দলিলের নম্বর সরবরাহ করতে হবে, যা দ্বারা সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস থেকে সরকারের নির্ধারিত ফি পরিশোধপূর্বক প্রচলিত নিয়মে দলিলের ফটোকপি তথ্য রূপে আবেদনকারী সংগ্রহ করে নেবেন (তথ্য অধিকার আইন এক্ষেত্রে ব্যবহারের আবশ্যকতা নাই),
- বাড়ির নকশা গ্রাহকের জ্ঞাতসারে ও অনুমোদন সাপেক্ষে সরবরাহ করতে হবে,
- খাজনা পরিশোধের রশিদের ফটোকপি গ্রাহকের জ্ঞাতসারে দিতে হবে।

স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)
তথ্য কমিশনার